The Constitution of The Bangladesh Awami League

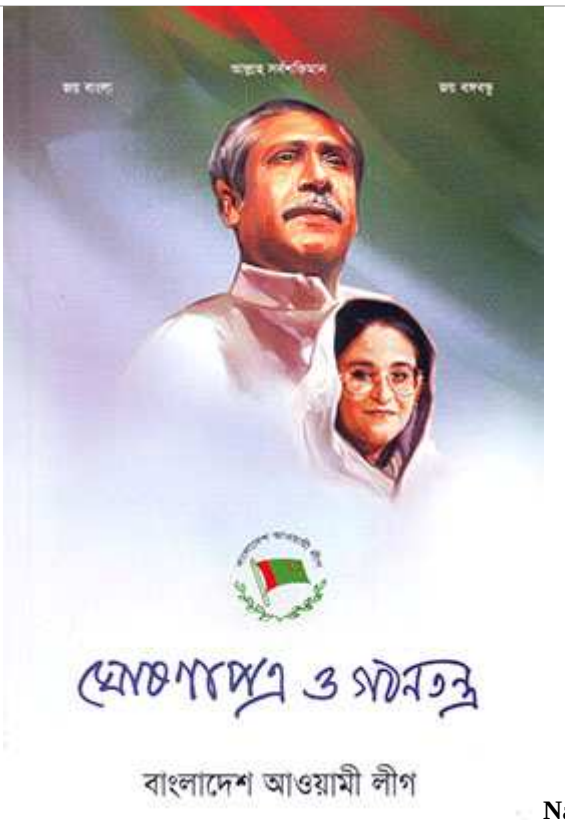

Name

1. The name of this organization shall be ‘The Bangladesh Awami League.’

Aims and Objectives

2. Preamble

a) To consolidate the independence of the People’s Republic of Bangladesh and to uphold its sovereignty as well as territorial integrity;

b) To establish and protect the people’s constitutional rights since all powers in the Republic belong to the people;

c) To ensure political, economic, social and cultural freedom and welfare of all citizens;

d) To build a Secular, democratic society and state-system imbued with the spirit of Liberation War.

Fundamental Principles

The fundamental principles of the Bangladesh Awami Leagues shall be Bengali Nationalism, Democracy, Secularism or in other words ensuring freedom of all religions as well as non-communal politics and Socialism, that is to say-the establishment of an exploitation-free society and social Justice.

Commitment

The Bangladesh Awami League shall adopt appropriate measures to implement its Declaration and Program. The fundamental goals and commitments will be :

1. To uphold the ideal of independence and the spirit as well as values of Liberation War;
2. To recognize human dignity and humanistic values;
3. To secure the unity and solidarity of the people of Bangladesh;
4. To boost up the smooth growth and institutionalization of parliamentary democracy in the right manner and to ensure people's freedom and security in the exercise of suffrage according to their choice;
5. To develop a mass-oriented, transparent and accountable system of efficient public administration and to ensure good governance;
6. To set up a strong government system in order to ensure people's participation and empowerment at all administrative levels up to grass roots;
7. To ensure fundamental human rights irrespective of religion, caste, sex, community, ethnic identity and so on and to provide ample scope for higher standards of living;
8. To ensure religious freedom and to eradicate all shades of communalism;
9. To establish the rule of law; to ensure separation of the judiciary from the executive and its independence and to establish a society free from terrorism and corruption;
10. To stop oppression against women; to protect women's rights as well as dignity and to empower them by ensuring female participation in all spheres of the state and social life;
11. To protect children's rights; to ensure opportunity for hastening their physical and mental development and to assure development of the young generation;
12. To ensure freedom of the press and mass-media and free flow of information;
13. To solve problems of all the basic necessities of life including food, clothing, shelter, education and medical care for all people, and to ensure their right to work and to improve the standards of living;
14. To make an end to economic backwardness; to eradicate poverty; to provide more employment; to meet the challenge of globalization; to overcome one-sided foreign dependency and to encourage productive investment in the private sector, thereby building the foundation of a strong industrially developed national economy;
15. To secure the overall rural development; to reform the land and agricultural system on a massive scale; to combat against the negative impact of globalization on agriculture; to introduce sustainable technology in agriculture; to modernize agriculture and to make co-operatives multifaceted and effective;
16. To ensure people's food security by maintaining self-sufficiency in food and guaranteeing profitable prices for agricultural produce;
17. To protect national interest by the reasonable use of natural resources; to build up a long-term energy security network and to stimulate the infrastructural development in electrification, transport and information technology;
18. To prioritize human resource development, expansion as well as standardization of education; to implement an education policy consistent with the society's requirements and to introduce and implement a cheap and progressive education policy and to encourage expansion of science and technology;
19. To ensure the expansion of Bengali heritage, civilization, language, arts, literature and culture; to prevent averse-to-life, vulgar, obscene entertainment and distorted culture and to preserve and promote the life style, language and culture of the aborigines, tribes and ethnic groups of the country;

20. To provide assistance of all kinds to weak, backward, exploited and neglected poor people and the labor force to help them out of the inhumane state of existence and to establish the social-security system for all including the disabled, helpless widows, aged, poor and poverty-stricken freedom fighters;\
21. To ensure availability, conservation and proper management of water resources and to encourage protection of the environment, creation of forest and social afforestation, conservation of bio-diversity and mitigation of the green house effect
22. To prevent unplanned urbanization; to increase citizen's facilities in towns and cities and to remove the disparity between the urban and rural areas; to build up planned rural human habitation with modern amenities and facilities;
23. To build up modern and strong defense system in order to protect the independence and sovereignty of Bangladesh and to contribute to global peace keeping;
24. To base the foreign policy of the country on the motto, ‘Friendship with all and malice towards none’; to assist and co-operate in all steps for establishing universal brotherhood and world peace and to support the rightful Liberation struggle of oppressed people or nations against terrorism, racial discrimination, colonization, imperialism and communalism every where in the world. The Bangladesh Awami League shall constantly remain vigilant to follow and implement the aforesaid basic principles, goals and commitments and to create national unity, enthusiasm and new spirit. With unflinching devotion, honesty, discipline and firmness the party, shall commit itself to the establishment of a developed and prosperous ‘Sonar Bangla’ envisaged by the Father of the Nation, Bongabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Share this

লাদেশ আওয়ামী লীগ এর গঠনতন্ত্র

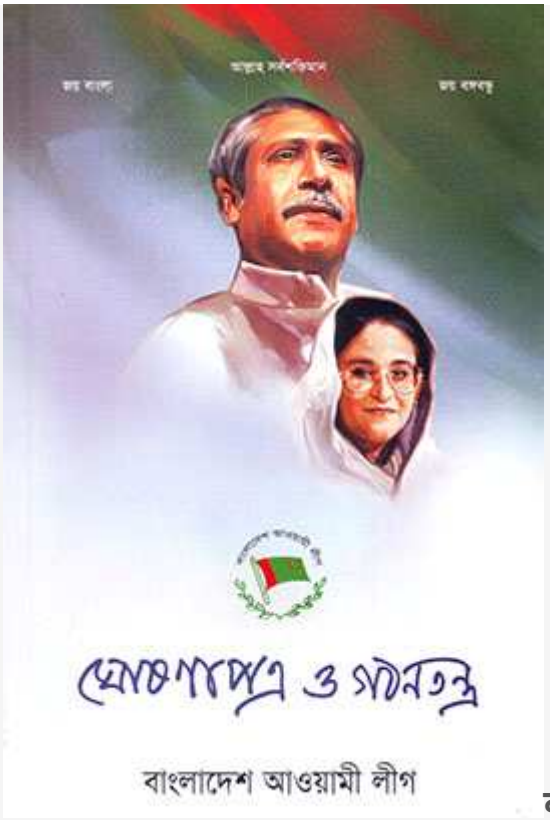

নামঃ

এই প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রস্তাবনা

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহত করা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা।

খ. প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা।

গ. রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মূলনীতি:

বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সকল ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সমাজতন্ত্র তথা শোষণমুক্ত সমাজ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হইবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মূলনীতি।

অঙ্গীকারঃ

একটি উন্নত, সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প সম্বলিত এই ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচির মৌলিক লক্ষ্য ও অঙ্গীকার হইবেঃ

১। স্বাধীনতার আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা।

২। মানবসত্তার মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি।

৩। বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতির বিধান।

৪। সংসদীয় গনতন্ত্রের সুস্থ বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। জনগণের পছন্দমতো ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৫। একটি গণমুখী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক দক্ষ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা।

৬। তৃণমূল পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার সকল স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

৭। নর-নারী, ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং তাদের উন্নত জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান।

৮। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন।

৯। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন।

১০। নারী নির্যাতন বন্ধ, নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিতকরণ।

১১। শিশুর অধিকার সংরক্ষণ, তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান এবং যুব সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

১২। সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা।

১৩। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক সমস্যার সমাধান এবং কর্মের অধিকার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

১৪। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অবসান, দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকতর কর্মসংস্থান, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, একপাক্ষিক বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কাটানো, ব্যাক্তিখাত এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যাক্তিখাতের যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি) উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। একটি শিল্পসমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করা।

১৫। সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ-উন্নয়ন, ভূমি ও কৃষিব্যবস্থার আমূল সংস্কার, কৃষিতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, আধুনিকায়ন, কৃষিতে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবস্থা এবং সমবায় ব্যবস্থা বহুমুখীকরণ ও ফলপ্রসূ করা।

১৬। খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতার ধারা অব্যাহত রাখিয়া জনগণের খাদ্যের অধিকার তথা ভাতের

অধিকার নিশ্চিত করা, কৃষিপণ্যের লাভজনক দামের নিশ্চয়তা বিধান।

১৭। জাতীয় স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করা, দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা, বিদ্যুতায়ন, যোগাযোগ, আইটি খাতসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

১৮। মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান। সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্বজনীন, সুলভ ও প্রগতিশীল শিক্ষানীতি এবং ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাকে উৎসাহিতকরণ।

১৯। বাঙালি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, ভাষা এবং শিল্প সাহিত্যের বিকাশ নিশ্চিতকরণ। দেশের আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও উপজাতীয় জনগণের জীবনধারা, ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা।

২০। শ্রমজীবী, সমাজের দুর্বল, অনগ্রসর, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবন হইতে উত্তরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান। পঙ্গু, অসহায়, বিধবা, দরিদ্র, বয়স্ক, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

২১। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বিপদ মোকাবিলায় বৈশ্বিক ও দেশীয় উদ্যোগ গ্রহণ। পানিসম্পদের প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যাবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। পরিবেশ সংরক্ষণ, বন সৃজন ও সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণে উৎসাহিত করা, প্রাণী বৈচিত্র্য রক্ষা এবং গ্রিন হাউজ এফেক্ট রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২২। অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধ, শহরাঞ্চলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর করা। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পরিকল্পিত গ্রামীণ জনপদ গড়িয়া তোলা।

২৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বিশ্বশান্তি রক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক, যুগোপযোগী ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

২৪। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হবে সকলের সহিত বন্ধুত্ব, কারো সহিত বৈরিতা নয়। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং সন্ত্রাসবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জাতি ও জনগণের ন্যায়সঙ্গত মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করা।

উল্লিখিত লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে বর্ণিত প্রস্তাবনা, মূলনীতি ও অঙ্গীকার অনুসরণ এবং বাস্তবায়নে জাতীয় ঐক্য, উদ্দীপনা এবং নবজাগরণ সৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরাধ্য এক উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবিচল নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সহিত আত্মনিয়োগ করিবে।

Share this

Monday Mar 24th, 2014

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতিঃ শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ:
সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এমপি
বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি
আবদুল লতিফ সিদ্দিকী এমপি
শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি
মোহাম্মদ নাসিম
কাজী জাফর উল্লাহ
সতীশ চন্দ্র রায়
অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি
ওবায়দুল কাদের এমপি
নূহ-উল-আলম লেনিন
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি

সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকঃ

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি, সাধারণ সম্পাদক
মাহবুব-উল-আলম হানিফ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ডা. দীপু মণি এমপি, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
জাহাঙ্গীর কবীর নানক এমপি, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

পদের আদ্যাক্ষর অনুযায়ীঃ
আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ,এমপি, অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক
লেঃ কর্নেল মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি (অবঃ),আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু এমপি, আইন বিষয়ক সম্পাদক
ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
ফরিদুন্নাহার লাইলী এমপি, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক

ডঃ আবদুস সোবহান গোলাপ, দপ্তর সম্পাদক

এডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এমপি, দপ্তর সম্পাদক
আলহাজ্ব এডঃ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
ড. হাসান মাহমুদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
ক্যাপ্টেন এবি তাজুল ইসলাম(অবঃ) এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, শিক্ষা সম্পাদক
হাবিবুর রহমান সিরাজ, শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক সম্পাদক
আসাদুজ্জামান নূর এমপি, সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ডা. বদিউজ্জামান ভুইয়া ডাবলু, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
আহমদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ মিসবাহ্ উদ্দিন সিরাজ এডঃ, সাংগঠনিক সম্পাদক
বি এম মোজাম্মেল হক এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক
আ. ফ. ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক
বীর বাহাদুর এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক
আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক
মৃণাল কান্তি দাস, উপ-দপ্তর সম্পাদক
অসীম কুমার উকিল, উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
এইচ. এন. আশিকুর রহমানএমপি, কোষাধ্যক্ষ

সদস্যবৃন্দ:

আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ
অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এমপি
মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম
সিমিন হোসেন রিমি এমপি
খায়রুজ্জামান লিটন
এড: সুভাষ বোস
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি
মোঃ একেএম রহমতউল্লাহ এমপি
এডভোকেট ফজলে রাববী এমপি
এড: ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি
এম এ মান্নান এমপি
মোস্তফা ফারুখ মোহাম্মদ এমপি
আব্দুর রহমান এমপি
আখতারউজ্জামান

অ্যাড: মমতাজ উদ্দিন মেহেদী
র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি
আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাছিম
মির্জা আজম এমপি
শ্রী সুজিত রায় নন্দী
আমিনুল ইসলাম আমিন
একেএম এনামুল হক শামীম
নসরুল হামিদ বিপু এমপি
জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
এস. এম. কামাল হোসেন

উপদেষ্টা পরিষদ:

ডাঃ এস. এ. মালেক
আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি
আমির হোসেন আমু এমপি
তোফায়েল আহমেদ এমপি
শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি
আলহ্বাজ মো. ইসহাক মিঞা
অ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী এমপি
এইচ টি ইমাম
ড. মশিউর রহমান
এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন
রাজীউদ্দীন আহমেদ রাজু এমপি
ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এমপি
মেজর জেনারেল কে. এম. শফিউল্লাহ (অবঃ) বীর উত্তম
সৈয়দ আবু নসর অ্যাডভোকেট
মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল
প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক
প্রফেসর ডা. আব্দুল মান্নান এমপি
কাজী আকরাম উদ্দীন আহমদ
এস এম নুরুন্নবী
প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ
অ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান
ড. অনুপম সেন
প্রফেসর হামিদা বানু
প্রফেসর ড. মো. হোসেন মনসুর
অধ্যাপিকা সুলতানা শফি
এ এফ এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী

এ্যাম্বাসেডর জমির
গোলাম মওলা নকশাবন্দী
ড. মীর্জা এম. এ জলিল
ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া
মেজর জেনারেল আব্দুল হাফিজ মলিক পি.এস.সি (অব.)
অ্যাডভোকেট শিরিল শিকদার
প্রফেসর ডঃ সাইদুর রহমান খান
ডঃ গওহর রিজভী

কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সহ-সম্পাদকবৃন্দ:

মঞ্জুরুল হক লাভলু
শাহে আলম
শফি আহমেদ
এস এম কামাল হোসেন
মাহবুবুল হক শাকিল
ইসহাক আলী খান পান্না
মোশারফ হোসেন
বাদল রায়
কে. এম শহীদুল্লাহ
এড. রবিউল আলম বুদু
আব্দুল মজিদ
নির্মল গোস্বামী
ইকবাল হোসেন অপু
আনোয়ার হোসেন
আকতার হোসেন
বাহাদুর বেপারী
ইঞ্জিনিয়ার মো আব্দুস সবুর
কৃষিবিদ মশিউর রহমান হুমায়ুন
আবদুল মতিন
আলমগীর সামসুল আলামিন (কাজল)
শাহাবুদ্দিন ফরাজী
আবু নাসের
এ.কে.এম জামাল রোমেল
কামরুল হাসান বারী
প্রকৌশলী আকতারুল আলম
গোলাম রাব্বানী চিনু
এড এ বি এম রিয়াজুল কবির কাওছার
কাজী তারিক কায়কোবাদ

খন্দকার হাসান কবির আরিফ
সাইফুল আহাদ সেলিম
ইউনুস আহমদ খান
মোশাররফ শিকদার
নাজিবুর রহমান নিপু
রানা হামিদ
বাচ্চু মিয়া
মোশাররফ হোসেন রাজা
এড. মনিরুজ্জামান মনির
রুহুল আমিন
মজিবুর রহমান হাওলাদার
খিজির হায়াত লিজু
শাহাদাত হোসেন
লিয়াকত শিকদার
মারুফা আক্তার পপি
সাইফুজ্জামান শিখর
রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল
জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন
অসিত বরণ বিশ্বাস
আনিসুর রহমান
কামরুল হাসান খোকন
পনিরুজ্জামান তরুণ
এ. এ. মমিন পাটোয়ারী
খলিলুর রহমান
মোরশেদুজ্জামান সেলিম
প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া
জসিম উদ্দিন আজম
মাজাহার আনাম
মিহির কান্তি ঘোষল
এইচ এম মাসুদ দুলাল
লুৎফর রহমান মুন্নি
শাজাহান শিশির
নাজমুল হাসান তুহিন
মেহেদী জামিল
পংকজ সাহা
মাহমুদ হাসান রিপন
মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন
গোলাম সারোয়ার কবির

সহযোগী সংগঠন:
বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ
বাংলাদেশ কৃষক লীগ
বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ
বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ
আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ
বাংলাদেশ তাঁতী লীগ
বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ

সংগ্রাম ও অর্জনের ৬২ বছর

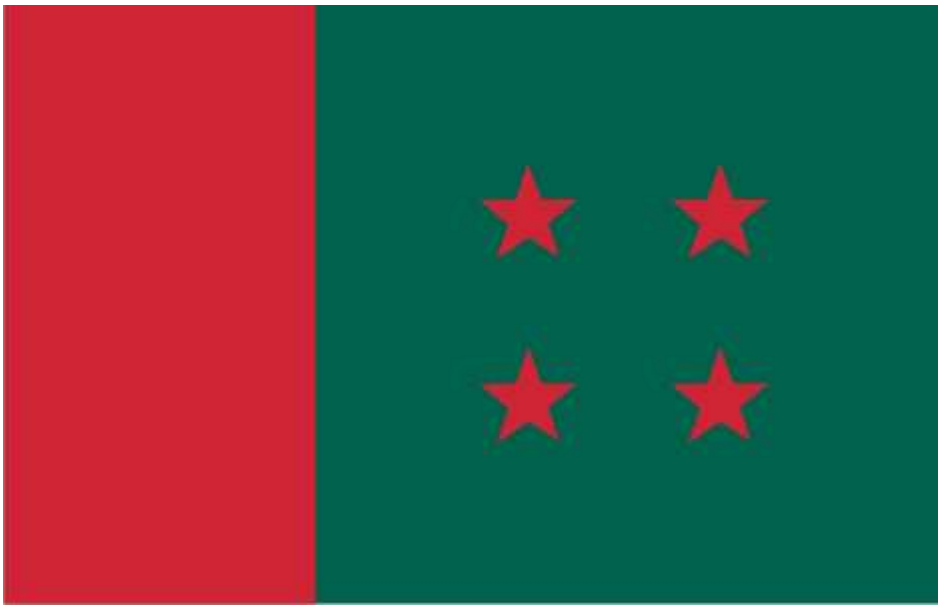

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ তার যাত্রা শুরু করেছিল এই পদ্মা-মেঘনা-যমুনা অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের রাজনৈতিক ভাবনার প্রতীক হিসেবে।

বিস্তারিত পড়ুন...

আওয়ামী লীগের যাত্রা ও বিরোধী দলের উত্থান

১৯৪৭ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ‘দ্বিজাতি তত্ত্বে’র ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় ভারত ও এবং পাকিস্তান নামের একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র। ধর্মভিত্তিক বিভক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট পাকিস্তান ছিল দুই খন্ডে বিভক্ত- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।

বিস্তারিত পড়ুন...

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রথম বিদ্রোহ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

বিস্তারিত পড়ুন...

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে, পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হিসেবেই অধিক পরিচিত।

বিস্তারিত পড়ুন...

অসাম্প্রদায়িকতার পথে একধাপ

জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। এর নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি যোগ করা হয় রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে।

বিস্তারিত পড়ুন...

সরকার গঠন, দলে ভাঙন ও ক্ষমতা হরণ

যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়ার পর, ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ।
বিস্তারিত পড়ুন...

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এর ২০ দিনের মাথায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর তৎকালীন প্রধান আইয়ুব খান পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।
বিস্তারিত পড়ুন...

১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯৬৪ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের আদমজীসহ বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ও হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।
বিস্তারিত পড়ুন...

ছয় দফা কর্মসূচিঃ বাঙালির ‘ম্যাগনা কার্টা’

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালির চোখ খুলে দেয়। যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মূলত কোনো সামরিক সহায়তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই পুরোপুরি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

বিস্তারিত পড়ুন...

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান:

ছয় দফা দাবির প্রতি ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনকে দাবিয়ে রাখতে নতুন এক ফন্দি আঁটেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

বিস্তারিত পড়ুন...

১৯৭০ সালের নির্বাচন; আওয়ামী লীগ এর ঐতিহাসিক বিজয়

আইয়ুব খানের পর ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। এসেই তিনি ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

বিস্তারিত পড়ুন...

অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সাফল্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে ভীত করে তোলে। তারা বুঝতে পারে যে বাঙালিরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলেই ৬ দফার ভিত্তিতে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।

বিস্তারিত পড়ুন...

স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশঃ

ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এই আলোচনা ছিল বাঙালিদের সাথে প্রতারণার এক কৌশলমাত্র। এই আলোচনার ফাঁকে গোপনে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পশ্চিম

পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে জমা করতে থাকে। ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে পাক সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় "অপারেশন সার্চলাইট" নামে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যার। হত্যাকাণ্ড শুরুর কিছুক্ষণ পরই, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাটি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে দলের নেতাকর্মীদের কাছে ইপিআর-এর ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে গোপনে পৌঁছানোর ব্যাবস্থা করা হয়।

বিস্তারিত পড়ুন...

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ পুনর্গঠন

স্বাধীনতার পর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার নানাবিধ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। পাক বাহিনীর হামলায় যাতায়াত ব্যাবস্থা এবং শিল্প কারখানাগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, স্কুল, কলেজ, খাদ্য গুদাম গুলো সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়।

বিস্তারিত পড়ুন...

সংগ্রাম ও অর্জনের ৬২ বছর

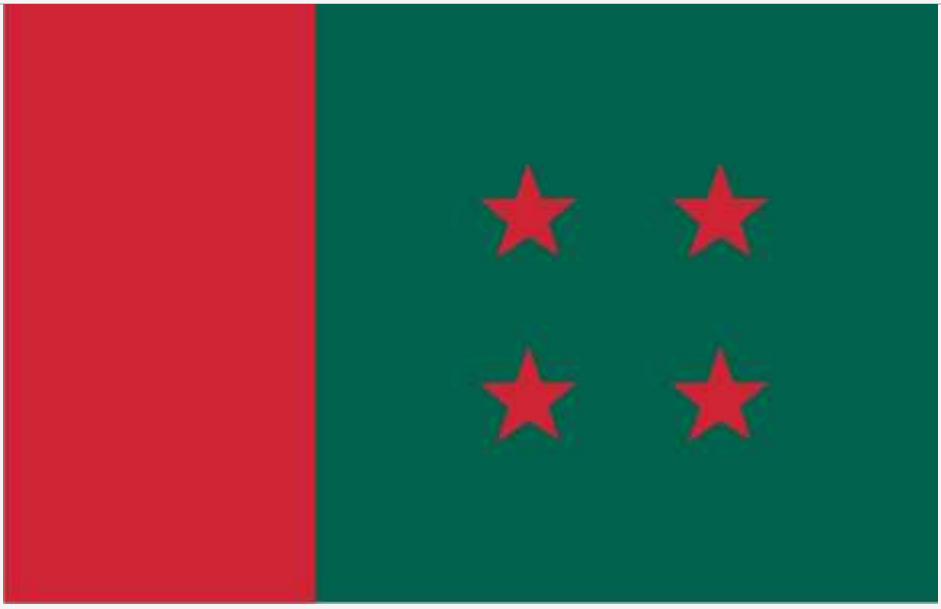

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ তার যাত্রা শুরু করেছিল এই পদ্মা-মেঘনা-যমুনা অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের রাজনৈতিক ভাবনার প্রতীক হিসেবে।

৪৭'এর দেশ বিভাগের পর থেকে, এই অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে বার বার উচ্চকিত হয়েছে আওয়ামী লীগ। সবশেষে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই ভূখণ্ডের শতাব্দী প্রাচীন অধীনতার অবসান ঘটে এই আওয়ামী লীগের হাত ধরেই।

সোনালী অতীত ও সাফল্যমন্ডিত বর্তমান নিয়ে বাংলাদেশের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে আওয়ামী লীগ। সেই গৌরবান্বিত অতীতের সূত্র ধরে, আওয়ামী লীগ আজও সাম্প্রদায়িক এবং স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া, তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে পট পরিবর্তনকারী সেই আওয়ামী লীগ এখন মুজিবকন্যা শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের যাত্রা ও বিরোধী দলের উত্থান

১৯৪৭ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ‘দ্বিজাতি তত্ত্বে’র ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় ভারত ও এবং পাকিস্তান নামের একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র। ধর্মভিত্তিক বিভক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট পাকিস্তান ছিল দুই খন্ডে বিভক্ত- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।

দুই পাকিস্তানের মাঝে ছিল হাজার মাইলের ব্যবধান। দুই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ভাষা ছিল ভিন্ন, সংস্কৃতিতে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। এর উপর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি বাঙালিদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

এমন বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি, পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ৪ মাস ২০ দিনের মাথায়, তৎকালীন তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জন্ম নেয় বিরোধী ছাত্র সংগঠন ‘পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ’। পরেরবছরের ২৩ জুন ঢাকার কে এম দাস লেন-এ অবস্থিত রোজ গার্ডেনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক হিসেবে পরিচিত নেতা-কর্মীদের এক বৈঠকে আত্মপ্রকাশ করে নতুন রাজনৈতিক দল ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’। নবগঠিত এই দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুল হক হন সাধারণ সম্পাদক। এতে যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল ছিল এটি। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে দলটির নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেয়া হয়।

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রথম বিদ্রোহ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলা এই ভাষা আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্বে দেয় আওয়ামী লীগ ও এর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। এই দুই রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই গণআন্দোলনে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ, পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কয়েকজন অনুসারীর সাথে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিব। সেই বছরেরই ২১ মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রথম

গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন, “উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।” সাথে সাথেই জোরালো প্রতিবাদ জানান বঙ্গবন্ধুসহ বেশ কয়েকজন তরুণ নেতা-কর্মী। এর পর থেকেই তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের চক্ষুশূলে পরিণত হন শেখ মুজিবুর রহমান। বার বার কারাগারে পাঠানো হয় তাঁকে। তবে জেল থেকেও ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে নেতা-কর্মীদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠাতেন মুজিব। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ভাষা আন্দোলনকর্মী শহীদ হওয়ার পর তীব্র আন্দোলনের মুখে বাঙালিদের দাবি মেনে নিয়ে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ভাষার জন্য বাঙালিদের এই সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

Share this

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে, পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হিসেবেই অধিক পরিচিত।

তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট, যা নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। ‘নৌকা’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ঐতিহাসিক জয় পায় যুক্তফ্রন্ট। নির্ধারিত ৩০৯টি আসনের মাঝে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় ৩০০ আসনে, আর মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। এর ফলে মুসলিম লীগ শুধুমাত্র পরাজিতই হয়নি, বরং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের নাম প্রায় মুছে যায়। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের একটি ভোট বিপ্লব। তবে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে

গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ক্ষমতা গ্রহণের ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রাদেশিক সরকারকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে।

Share this

অসাম্প্রদায়িকতার পথে একধাপ

জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। এর নামের সাথে 'মুসলিম'শব্দটি যোগ করা হয় রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে।
সেই সময়ে ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা এক অর্থে অকল্পনীয় ছিল। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও তাতে মুসলিম লীগের পরাজয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ২১ ও ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত পাস হয়। ফলে দলের নতুন নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'। ঐতিহাসিক এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে সকল জাতি-ধর্ম ও বর্ণের মানুষের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় দলটি। এর ফলে আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চরিত্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

Share this

সরকার গঠন, দলে ভাঙন ও ক্ষমতা হরণ

যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়ার পর, ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ।

এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান এবং শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান। মাত্র ২ বছরের শাসনকালে বহু সফলতা অর্জন করে এই সরকার। সাফল্যের সাথে খাদ্য সংকট সামাল দেয়া ছাড়াও অর্জনের তালিকায় ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, ভূমিহীন কৃষকদের 'টেস্ট রিলিফ' প্রদান, ভাষা আন্দোলনের শহীদদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা, পহেলা বৈশাখকে বাংলা নববর্ষের দিন হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন স্থাপন, ময়মনসিংহে ভেটেরেনারি কলেজ, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, সাভারে ডেইরি ফার্ম স্থাপন। আর এসকল অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন বঙ্গবন্ধু।

পরবর্তীতে দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি সময় দেয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন শেখ মুজিব। তিনি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে মাঠে নামেন তিনি। ঠিক সেই সময়ই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ থেকে মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় নতুন সরকার। সরকারের বাকি সদস্যদের তৎকালীন প্রসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টি থেকে নেয়া হয়। তবে এই সরকার মাত্র ১৩ মাস স্থায়ী হয় (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-১১ অক্টোবর ১৯৫৭)। এই স্বল্প সময়েই প্রশাসনে বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় সোহরাওয়ার্দী সরকার। গণতন্ত্রের যাত্রা সমুন্নত রাখতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্যোগ নেয় নেন সোহরাওয়ার্দী। তার এই সাহসী পদক্ষেপে ভীত হয়ে পড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা। কেন্দ্রীয় সরকারের

যোগসাজশে সোহরাওয়ার্দী সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় রিপাবলিকান পার্টি। ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্টের চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। একই সময়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মাওলানা ভাসানী ছিলেন জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে, অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জোট গঠনের পক্ষপাতী। এই বিরোধের জেরে ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন মাওলানা ভাসানী এবং কয়েকদিনের মাঝে দলের ওয়ার্কিং কমিটির ৩৭ জন সদস্যের ৯ জনই ভাসানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সে বছরেরই জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন মাওলানা ভাসানী। এমন সঙ্কটময় অবস্থায় এগিয়ে আসেন শেখ মুজিব। মূলতঃ তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়ই প্রায় নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায় আওয়ামী লীগ।

Share this

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এর ২০ দিনের মাথায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর তৎকালীন প্রধান আইয়ুব খান পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।

এভাবেই শুরু হয় আইয়ুব খানের এক দশকব্যাপী সামরিক শাসন। এসময় সংবিধান স্থগিত করা হয়, প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত করা হয় এবং সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। শেখ মুজিবসহ বিপুল সংখ্যক রাজনীতিবিদদের বন্দী করা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ প্রায় ৭৮ জন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুপযোগী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। এছাড়া সামরিক প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ‘মৌলিক

গণতন্ত্র’ প্রবর্তন করেন আইয়ুব খান। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বদলে চালু করা হয় ‘ইলেক্টোরাল কলেজ’ ব্যবস্থা।

এমন কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ তার কার্যক্রম গোপনে চালিয়ে যেতে থাকে। একইসাথে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনও ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে। এই আন্দোলন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে যখন ১৯৬২ সালের জুন মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান, রাস্তায় নেমে আসে লাখো ছাত্র-জনতা।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি, পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে, ইলেক্টোরাল কলেজ ব্যবস্থায় আশি হাজার ভোটারের অংশগ্রহণে এই নির্বাচন হয়। বিজয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন বিরোধী দলগুলো জোটগতভাবে এতে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৯৬৪ সালের ২১ জুলাই গঠিত হয় ‘কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি’ তথা সিওপি। এই জোট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ফাতেমা জিন্নাহ’কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেয়। যদিও এই নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হলেও এই নির্বাচনকে ঘিরে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার হয়। একইসাথে আইয়ুব খানের ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ ব্যবস্থার অন্তঃসারশূণ্যতা প্রমাণিত হয়।

Share this

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান:

ছয় দফা দাবির প্রতি ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনকে দাবিয়ে রাখতে নতুন এক ফন্দি আঁটেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

ছয় দফা দাবির প্রতি ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনকে দাবিয়ে রাখতে নতুন এক ফন্দি আঁটেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় যেখানে ৩৫ জন বাঙালি সরকারি কর্মচারী এবং সামরিক কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য" নামের এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রধান আসামি। অভিযুক্তদের বিচার করার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। এই মামলার ফলে ক্ষোভে ফুঁসে উঠে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে ছাত্রসমাজ। হাজার হাজার ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, ব্যারিকেড ভেঙে রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের স্লোগান ছিল, "জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো। তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব"। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিক্ষুব্ধ জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করে। এই আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন অনেকেই। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ সামসুজ্জোহা, স্কুল ছাত্র মতিউর ও সার্জেন্ট জহুরুল হক অন্যতম। অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এর পরের দিন রেসকোর্স ময়দানে এক আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব কে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং আইয়ুব শাহীর একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন; আওয়ামী লীগ এর ঐতিহাসিক বিজয়

আইয়ুব খানের পর ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। এসেই তিনি ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

১৯৭০ এর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে। ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনেই জয় পায় আওয়ামী লীগ। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামীলীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ৭টি এবং জাতীয় পরিষদের ১০টি মহিলা আসনেও আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। সর্বমোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করার মাধ্যমে আওয়ামীলীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অপরদিকে জুলফিকার আলীর পাকিস্তান পিপলস' পার্টি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮৮টি আসনে জয়লাভ করে।

Share this

অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সাফল্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে ভীত করে তোলে। তারা বুঝতে পারে যে বাঙালিরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলেই ৬ দফার ভিত্তিতে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।

তাই নির্বাচনের পরই তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু ১লা মার্চ অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত বন্ধ রাখা হয়। কারফিউ ভেঙে দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে পাক সেনারা। এতে অনেকেই হতাহত হন। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে ছাত্র জনতার এক বিশাল সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠন করা হয় এবং দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের অলিখিত সরকার প্রধানে পরিণত হন। তাঁর নির্দেশে সকল সরকারি এবং বেসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সচিবালয়, আদালত, পুলিশ, রেডিও, টেলিভিশন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যক্রম চলতে থাকে।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লাখো মানুষের এক বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। তিনি বলেন, “ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। বঙ্গবন্ধুর এই বলিষ্ঠ তাৎপর্যময় ভাষণই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

Share this

স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশঃ

ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এই আলোচনা ছিল বাঙালিদের সাথে প্রতারণার এক কৌশলমাত্র। এই আলোচনার ফাঁকে গোপনে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে জমা করতে থাকে। ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে পাক সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় "অপারেশন সার্চলাইট" নামে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যার। হত্যাকাণ্ড শুরুর কিছুক্ষণ পরই, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাটি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে দলের নেতাকর্মীদের কাছে ইপিআর-এর ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে গোপনে পৌঁছানোর ব্যাবস্থা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই দেশব্যাপী শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ, শুরু হয় মুক্তিসংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার কিছুক্ষণ পরেই পাক সামরিক জান্তা তাঁকে তাঁর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কিছুদিন পর ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণা নামে পরিচিত। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গণপ্রতিনিধি, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক এবং লাখো সাধারণ মানুষের সামনে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করে সদ্যগঠিত এই সরকার। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর পুরোদমে দেশব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী পুরো দেশ জুড়ে পাকবাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ শুরু করে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদেরকে তাদের সেনানিবাসের ভেতর আটকে ফেলে। ৩রা ডিসেম্বর পাকবাহিনী মরিয়া হয়ে ভারতের উপর বিমান হামলা চালায়। এর ফলে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী এই দুই বাহিনী মিলে মিত্র বাহিনী গঠন করে পাক সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ভারত। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

Share this

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ পুনর্গঠন

স্বাধীনতার পর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার নানাবিধ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। পাক বাহিনীর হামলায় যাতায়াত ব্যাবস্থা এবং শিল্প কারখানাগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, স্কুল, কলেজ, খাদ্য গুদাম গুলো সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়।

এছাড়াও ছিল শহীদ পরিবারগুলোর পুনর্বাসন এবং এক কোটি শরণার্থী যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আনা এবং তাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যা। দেশের অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়েছিল, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে এসেছিল শূণ্যের কোঠায়। এমনকি খাদ্য গুদামগুলিও পুরোপুরি খালি হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ ছিল অবশ্যম্ভাবী। ১৯৭২ সালের খরা, ১৯৭৩ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং ১৯৭৪ সালের বন্যা সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একটি বড় হুমকি ছিল স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিসমুহের নানাবিধ ষড়যন্ত্র।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখ দেশে ফেরেন বঙ্গবন্ধু। এরপর থেকেই তিনি দেশ পুনর্গঠনের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাফল্যগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১। স্বল্পসময়ের মধ্যেই দেশের যোগাযোগ ব্যাবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন; চট্টগ্রাম এবং চালনা বন্দর থেকে মাইন অপসারণ।

২। ভারতে আশ্রয় নেয়া এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন।

৩। শহীদ পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান।

৪। ৩ লক্ষ বীরাঙ্গনার পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা করা।

৫। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানো।

৬। স্বাধীনতার ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ফেরত পাঠানো।

৭। স্বাধীনতার ১০ মাসের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম সেরা একটি সংবিধান প্রণয়ন করা।

৮। সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৯। ১৯৭৩ সালে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠান (৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ)।

১০। প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুনর্গঠন।

১১। দেশে একটি বিজ্ঞানমুখী ও আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠন।

১২। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পাশ (১৯৭৩)।

১৩। ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ।

১৪। বিশ্বের ১৪০টি দেশের কাছ থেকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্তি।

১৫। ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বন্টণ চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি।

১৯৭৪ সালে যখন দেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, তখন স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে একই ছাতার নিচে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বঙ্গবন্ধু। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি গঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। জাতির জনক ঘোষণা দেন দ্বিতীয় বিপ্লবের যার মাধ্যমে তিনি দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং এই সাথে জাতীয় ঐক্য পুনর্নির্মানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এর ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রভূত উন্নতি হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমে আসে, দেশে ফিরে আসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।

যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ, এমন সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘটে যায় ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড। সপরিবারে হত্যা করা হয় বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সহায়তায় কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা এবং প্রতিক্রিয়াশীল আর্ন্তজাতিক শক্তির এদেশীয় দোসররা মিলে ঘটায় বাঙালি জাতির ইতিহাসের নৃশংসতম এই হত্যাকাণ্ড।

Share this